রিসালা নং- ১১৭

(BANGLA)

কিয়ামতের পরীক্ষা

(Qiyamat Ka Imtehan)

- মাদানী মুন্নার ভয়
- জানাযাকে কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি
- এক লক্ষ টাকার পুরস্কার
- প্রতিবেশীর ১৫টি মাদানী ফুল
- T.V. কখন আবিস্কার হল?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

কিতাব পাঠ করার দো‘আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো‘আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো‘আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	দাঁড়ি মুণ্ডানো হারাম	১৭
মাদানী মুন্নার ভয়	৩	মৃত্যু যন্ত্রণার হৃদয় কাপানো কল্পনা	১৮
আল্লাহ্‌র অলীর দাওয়াতের ঘটনা	৫	মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার শাস্তি	১৯
কিয়ামতের পাঁচটি প্রশ্ন	৬		
পরীক্ষা মাথার উপরেই	৭	জানাযাকে কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি	২০
মুসলমানদের সাথে ষড়যন্ত্র সমূহ	৭	জানাযাকে কাঁধে নেওয়ার ফযীলত	২০
এক লক্ষ টাকার পুরস্কার	৮		
পিতার জানাযা	৯	কবরের আলোর অনুভূতি রইল না	২১
ঘরের বাহিরে ইছালে সাওয়াব চলছে কিন্তু ভিতরে .....?	১০	আরোগ্যতা ক্রয় করা যায় না	২২
দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে	১০	ধনাট্যতা এবং অসুস্থতা	২৩
		কবরের প্রশ্ন ও উত্তর	২৪
মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে কখন রাখা হয়েছে?	১১	কবরের প্রশ্নে ব্যর্থ হওয়ার কারণ	২৬
শয়তানের ষড়যন্ত্র	১২	এটা বলিও না যে, কেন সঠিক পথ প্রদর্শক পাইনি	২৮
গুনাহের অস্ত্র সমূহ	১৩		
টি.ভি কখন আবিস্কার হল?	১৪	আমরা ছোট হতে যাচ্ছি	২৯
জাহান্নামে নিক্ষেপের ধমক	১৫	দুনিয়াবী পরীক্ষার গুরুত্ব	৩০
অজ্ঞ প্রফেসর	১৬	প্রতিবেশী সম্পর্কীত ১৫টি মাদানী ফুল	৩৩
নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৭		

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিয়ামতের পরীক্ষা

শয়তান লক্ষ অলসতা প্রদান করলেও এই রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি নিজের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসুলে আমীন,শফিউল মুজনিবিন, রহমাতুল্লিল আলামিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) সকালে ও সন্ধ্যায় আমার উপর “দশ দশ” বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, ঐ ব্যক্তির কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ নসীব হবে।”

(মাজমাউয জাওয়ায়েদ, হাদীস নং-১৭০২২, ১০ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুন্নার ভয়

অর্ধরাতে একটি ছোট্ট মাদানী মুন্না হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বসে গেল এবং চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার পিতা গভীর রাতে কান্নার আওয়াজ শুনে ভয়ে জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন: “হে আমার প্রিয় বৎস! কাঁদছ কেন?” মাদানী মুন্না কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল: “আব্বাজান! আগামীকাল বৃহস্পতিবার। শিক্ষক আগামীকাল পূর্ণ সপ্তাহের পরীক্ষা নিবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমি পড়ার প্রতি মনোযোগ দিই নাই। তাই আগামীকাল শিক্ষক আমাকে প্রহার করবে। একথা বলে বাচ্চা হাউমাউ করে আরো উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে লাগল। এ ঘটনায় পিতার চোখে অশ্রু এসে গেল এবং সে নিজের নফস কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন: "এই বাচ্চাকে মাত্র এক সপ্তাহের হিসাব দিতে হবে এবং শিক্ষককে চাইলে কোন বাহানাও দেয়া যায়। তারপরও সে কাঁদছে এবং প্রহারের ভয়ে তার চোখে ঘুম আসছে না। আর আফসোস! হায় আফসোস! আমার উপরতো পূর্ণ জীবনের হিসাব ঐ একক পরাক্রমশালী **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকটেই দিতে হবে। যাকে কোন বাহানা দেয়া যাবে না। তদুপরি আমার কিয়ামতের পরীক্ষা সামনে রয়েছে। কিন্তু আমি অলসতার ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছি। অবশেষে আমার কোন ভয় আসছে না কেন? (দুররাতুন নাছেহীন, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। আমাদের চিন্তা করা উচিৎ যে, একটি মাদানী মুন্না তার ধ্যান এবং মাদানী চিন্তাধারা দেখুন! মাদানী মুন্না মাদ্‌রাসার হিসাবের ভয়ে কান্না করছে, আর তার পিতা কিয়ামতের হিসাব নিকাশের কঠোরতা স্মরণ করে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন।

করীম আপনে করম কা সদকা লাঈম বে কদর কো না শরমা
তো আওর গাদা ছে হিসাব লেনা গাদা ভী কোয়ী হিসাব মে হে।

(এটি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শেরের দুটি পংক্তি, উভয় জায়গাতে রযা এর জায়গায় সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) নিজের নিয়্যতের গদা করে দিয়েছে।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আল্লাহ্‌র অলীর দাওয়াতের ঘটনা

কোন এক ধনবান ব্যক্তি একদা হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দাওয়াত দিল এবং আমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য খুব জোর করল। তিনি বললেন: তুমি যদি আমার এ তিনটি শর্ত মেনে নাও, তাহলে আসব। **১.** আমার যেখানে ইচ্ছা বসব। **২.** আমার যা ইচ্ছা খাব। **৩.** আমি যা বলব, তোমাদের তা করতে হবে। ধনবান লোকটি এই তিনটি শর্ত মেনে নিল। **আল্লাহ্‌**র অলীর সাক্ষাতের জন্য অসংখ্য লোকজন জমা হল। নির্দিষ্ট সময়ে হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এসে পৌঁছলেন। লোকজন যেখানে তাদের জুতো রেখেছিল তিনি এসেই সেখানে বসে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া যখন শুরু হল, হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন থলের ভিতর থেকে একটি শুকনো রুটি বের করে তা খেয়ে নিলেন। খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়ে গেল, তিনি মেজবানকে উদ্দেশ্য করে বললেন: একটি চুলা নিয়ে আস আর তাতে একটি তাবা রাখ। যেই হুকুম সেই কাজ। আগুনের তাপে যখন তাবাটি কয়লার মত লাল হয়ে গেল, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখন সেই তাবাটির উপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর বললেন: আজকের খাবারে আমি শুকনো রুটি খেয়েছি। এই কথা বলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাবা থেকে নেমে গেলেন। এরপর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনারা প্রত্যেকেও এক এক করে এই তাবায় দাঁড়িয়ে আজকের দাওয়াতে যা যা খেয়েছেন তার হিসাব দিয়ে যান। এ কথা শুনে লোকদের মুখে চিৎকার শুরু হল। সকলে সমস্বরে বলল: হুজুর! এই ক্ষমতা তো আমাদের কারো নেই। (কোথায় গরম তাবা আর কোথায় আমাদের নরম পা। আমরা সবাই তো এমনিতেই গুনাহ্‌গার দুনিয়াদার লোক)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: যেক্ষেত্রে আপনারা দুনিয়ার এই গরম তাবায় দাঁড়িয়ে আজকের মাত্র এক বেলা খাবারের মত নেয়ামতের হিসাব দিতে অপারগ রয়ে গেলেন, সেক্ষেত্রে কাল কিয়ামতের দিন এত দীর্ঘ জীবনের সকল নেয়ামতের হিসাবগুলো কীভাবে দিবেন? অতঃপর তিনি সূরা তাকাসুরের শেষের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের সবাইকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মর্মস্পর্শী এই বক্তব্য শুনে উপস্থিত সবাই অঝোর নয়নে কান্না আরম্ভ করে দিলেন এবং গুনাহ থেকে তাওবা করলেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ তাআলা** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

সদকা পিয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুজছে হিসাব
বখ্‌শ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কিয়ামতের পাঁচটি প্রশ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হয়ত হাসি বা কাঁদি। জাগ্রত হই বা অলসতার নিদ্রায় ঘুমাই। তবে কিয়ামতের পরীক্ষা সত্যই। **"তিরমিযী শরীফে"** এই পরীক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, "মানুষ কিয়ামতের দিন ঐ সময় পর্যন্ত নিজ পা নাড়তে পারবে না, যতক্ষণ সে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিবে না। যেমন- (১) তুমি জীবন কিভাবে কাটিয়েছ? (২) যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছ? (৩) সম্পদ কোথথেকে উপার্জন করেছ? (৪) এবং কোথায় কোথায় খরচ করেছ? (৫) নিজ ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ?

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৪২৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

পরীক্ষা মাথার উপরেই

আজ দুনিয়াতে যে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা কাছে এসে যায়, সে অনেক দিন আগে থেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার উপর সর্বদা এক ধরনের ধ্যান সাওয়ার হয়ে যায়। "পরীক্ষা মাথার উপর" সে রাত জেগে এর জন্য প্রস্তুতি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমূহ আয়ত্ব করতে খুবই সাধনা করে যে, হযত এই প্রশ্ন আসবে হয়ত ঐ প্রশ্ন আসবে। আর এভাবে হয়তঃ প্রত্যেক সম্ভাবনাময়ী প্রশ্ন সমূহ আয়ত্ব করে নেয়। অথচ দুনিয়ার পরীক্ষা খুবই সহজ। তাতে হেরপের হতে পারে। ঘুষ চলতে পারে, আর তার উপকারীতাও মাত্র এতটুকু যে, সফলতা লাভকারীর এক বছরের উন্নতি লাভ হয়। অথচ ফেল হওয়া ব্যক্তিকে জেল খানায় পাঠানো হয় না। মাত্র এতটুকু ক্ষতি হয় যে, সে এক বছরের উন্নতি লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভাবুন! সত্যিই এই দুনিয়াবী পরীক্ষার জন্য মানুষ কতই না সাধনা করছে। এভাবেই সে ঘুম দূরকারী ট্যাবলেট (ঔষধ) খেয়ে সারারাত জেগে জেগে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। কিন্তু আফসোস! কিয়ামতের পরীক্ষার জন্য আজ মুসলমানদের চেষ্টা মোটেই না হওয়ার মতই। যার ফলাফলে সফলতা প্রাপ্তিতে জান্নাত মিলবে। যা অশেষ শান্তিময় স্থান। আর ফেল হওয়াতে জাহান্নামের চরম শাস্তির যোগ্য হতে হবে।

পেশতর মরনে ছে করনা চাহিয়ে,
মওত কা সামান আখির মওত হে।

মুসলমানদের সাথে ষড়যন্ত্র সমূহ

আফসোস! আজ মুসলমানদের সাথে কঠিন ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ধীরে ধীরে ইসলামের মুহাব্বত অন্তর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

মুহাব্বাত ও শানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের অন্তর থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। **সুন্নাতে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। যা কিছু আমাদের সমাজে হচ্ছে তাতে অবশ্যই চিন্তা করা চাই। আফসোস! বিবাহ এবং খুশী উদযাপনের মাহফিলে মুসলমানগণ রাস্তায় নাচানাচি (লাফালাফি) করতে দেখা যাচ্ছে। লজ্জা ও শরম এর পর্দা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে।

ওয়ালওয়ালা সুন্নাতে মাহবুব কা দেদে মালিক
আহ! ফ্যাশন পে মুসলমান মারা জাতা হে।

এক লক্ষ টাকার পুরস্কার

প্রকাশ্য যে, ইসলামের শত্রুদের ক্ষমতার এই ষড়যন্ত্র সমূহ এখনই নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। প্রথমে মুসলমানদেরকে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত থেকে সরিয়ে দাও তাদেরকে বিলাসীতাপূর্ণ জীবন-যাপনের অভ্যস্ত করে দাও। অতঃপর যেভাবে চাও তাদেরকে অপদার্থ বানাও। তখনই তাদের উপর নেতৃত্ব দাও। আমার মনে হয় যে, আজকাল শতকরা মাত্র ৫% মুসলমানই নামাযী পাওয়া খুবই কঠিন হবে, অর্থাৎ ৯৫% মুসলমান হয়ত নামাযই পড়ে না, আর যারা নামায পড়ে তাতেও হয়তঃ হাজারের মধ্যে নগন্য কয়েক জন মুসলমান এমন রয়েছে যারা যাহেরী ও বাতেনী আদব সমূহের সাথে নামায পড়তে পারে। এই মুহূর্তে বিরাট সমাবেশ বিদ্যমান। তাতে একজন থেকে অন্যজন শিক্ষিত হবে তাতে কোন মাষ্টার থাকবে। কোন ডাক্তার কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন অফিসারও থাকতে পারে। উলামায়ে কিরাম ছাড়া লাখো সাধারণ মুসলমানের মজলিশে যদি এক লক্ষ টাকা দেখিয়ে এই প্রশ্ন করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

বলুন! নামাযের রুকনসমূহ্ কয়টি? সঠিক উত্তরদাতাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। হয়তঃ আপনার লক্ষ টাকা রক্ষিত থাকবে। কেননা একারণেই যে, দুনিয়াবী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে কিন্তু নামাযের রুকন সমূহ্ শিক্ষার প্রতি কোন আগ্রহই তাদের ছিল না। আজকাল নামায পড়ুয়া ব্যক্তিকেও হয়তঃ একথা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, নামাযের রুকন সমূহ্ কয়টি? সিজদা কয়টি হাড্ডির উপর করতে হয়? অথবা অজুতে ফরজ কয়টি? হয়তঃ উত্তর পাওয়া যাবে না।

কাম দ্বী ছে রাখ না রাখ দুনিয়া ছে কাম, পির না ছর গর্দান আখির মওত হে ॥
দৌলতে দুনিয়া কো নফা ছমজা হে, দ্বী কা হে নুকছান আখির মওত হে ॥

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পিতার জানাযা

পিতার জানাযা (লাশ) সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু মডার্ণ ছেলে তার সামনে মুখ দেখিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। বেচারা জানাযার নামায পড়তে জানে না। কেন? একারনেই যে, সে দূর্ভাগা পিতা নিজপুত্রকে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। শুধু সম্পদ উপার্জনের কৌশলই শিক্ষা দিয়েছে। তার জন্য শত কোটি আফসোস! জানাযা নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়নি। যদি পিতা জানাযার নামায শিক্ষা দিত, কুরআনে পাকের শিক্ষা দিত। সুন্নাত সমূহের উপর আমল করার অভ্যাস করাতো। তবে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র দূরে কেনইবা দাঁড়িয়ে রইল? সে তো আগে এসে নিজেই জানাযার নামায পড়াত? এবং বেশি বেশি ইছালে সাওয়াবও করতো। আফসোস! ওদেরতো ইছালে সাওয়াব করাতেও জানে না। হায়! হায়! মৃত পিতার দুর্ভাগ্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

ঘরের বাহিরে ইছালে সাওয়াব চলছে কিন্তু ভিতরে.....?

একজন ইসলামী ভাই আমাকে মারকাযুল আউলিয়া লাহোর এর এই ঘটনা শুনিয়েছে যে; আমার একজন আত্মীয় সম্পদ উপার্জনে পাকিস্তান ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন। সম্পদ উপার্জন করতে করতে সে রঙ্গিন টি,ভি ও ভি,সি,আর ঘরে পাঠাল। অতঃপর সে যখন বাড়ীতে আসল ইনতিকাল হয়ে গেল। ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য যে, আমার বড় ভাই আত্মীয়তার সুত্রে মৃত ব্যক্তির দশম দিবসে মারকাযুল আউলিয়া লাহোর গেলেন। যখন ঘরের কাছে পৌঁছলেন, দেখলেন ঘরের বাইরে কুরআনে পাক পাঠ করা হচ্ছে এবং ফাতিহার জন্য নিয়াজ পাকানো হচ্ছে। আর যখন তার ঘরের ভিতরে গেলেন তবে এটা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং সন্তানেরা ভি,সি,আর এ ফিল্ম দেখাতে ব্যস্ত। ঘরের বাইরে ইছালে সাওয়াব আর অভাগা মৃতব্যক্তির সংগৃহীত ভি.সি.আর مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরের ভিতরে গুনাহ কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে।

দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

হে নিজ সন্তানদেরকে মুহাব্বতকারী লোকেরা! যদি আপনি আপনার সন্তানদেরকে সিনেমা-নাটক দেখার জন্য টি.ভি ও ভি.সি.আর এর ব্যবস্থা করে দেন। হয়তঃ সে আপনার জানাযার নামায পড়তে পারবে না বরং এমনকি কবরে গিয়ে সহীহ্ (শুদ্ধ) ভাবে ফাতিহাও পড়তে পারবে না। যার দৃষ্টির সামনে কিয়ামতের কঠিন পরীক্ষা থাকে। তার অন্তর কাঁদে। আমাদের অন্তরে ইসলামের সামান্য মুহাব্বত ও যা বিদ্যমান ছিল তাও বের করে দেয়া হচ্ছে। দেখুন স্পেন! যা এককালে ইসলামের মূলকেন্দ্র ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আজ সেখানে মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েকটি এমন রাষ্ট্রও রয়েছে যেখানে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত তো দূরের কথা, ঘরেও রাখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আছে। ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে যে, এই মুসলমানদের অন্তর থেকে দ্বীনের মুহাব্বত বের করে নাও। নিশ্চয় ঐ লোকেরা নিজেই নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে। কিন্তু তাদেরকে ভিতর থেকে পূর্ণ খালি করে দাও।

কছরতে আওলাদ ছারওয়াত পর গুরুর
কিউ হে আয় জী-শান আখির মওত হে।

মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে কখন রাখা হয়েছে?

একদা একজন পাকিস্তানী আলিমের সাথে কোন অমুসলিম মাজহাবী পথপ্রদশর্কের সাথে আলোচনা হল। তা নিজস্ব ভঙ্গিতে আরয করছি: আলোচনার মাঝে অমুসলিম পদপ্রদর্শক ব্যক্তিটি বলল যে, পাকিস্তানে আমাদের মাজহাবের প্রচারের জন্য অনেক টাকা খরচ হয়। ঐ আলিম সাহিব জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা এ পর্যন্ত শতকরা কয়জন ব্যক্তিকে মাজহাব পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছ? সে বলল: খুবই নগন্য সংখ্যককে। ঐ আলিম সাহিব ভূমিকা হিসেবেই বললেন: তার মানে এই যে তোমাদের আন্দোলন আমাদের দেশে সফল নয়। একথা শুনে সে হেসেই বললেন: মৌলভী সাহিব! একথা সত্য যে, আমরা মুসলমানদেরকে আমাদের মাযহাবী বানাতে সফল হয়নি, কিন্তু এটিও দেখুন যে, আমরা মুসলমানদেরকে বাস্তব আমলকারী কোথায় হতে দিয়েছি। আপনি কি ক্লিন সেইভ, প্যান্ট-সার্টে সজ্জিত মুসলমান এবং অমুসলিম ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আপনার একজন আধুনিক মুসলমানও একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যদি পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, আপনি কি পার্থক্য করতে পারবেন? যে তাতে মুসলমান কোনটি? তার এ কথায় আলিম সাহিব নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইহা বাস্তবতা যে, **আল্লাহ্**র পানাহ! আমাদের চালচলণ এবং পোষাক-পরিচ্ছেদ থেকে এখন মুসলমানদের প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ প্রায় বিদায় নিয়ে গেছে। সুন্নাত থেকে অনেক দূরেই সরে পড়েছে। যাদের চেহারা **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, সাইয়াহে আফলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত মোতাবেক হবে, হয়তঃ এমন মুসলমান বর্তমানে শতকরা একজনও নেই।

শয়তানের ষড়যন্ত্র

আহ্! আফসোস! প্রায় ৯৯% মুসলমান আজকে অমুসলিমদের মতই চেহারা এবং পোষাক পরিহিত থাকে। কারো নিকট আমার কথা অপছন্দনীয় হতে পারে, আর একারণে হয়তঃ সে আমার উপর রাগান্বিতও হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখবেন! এটাও একটি শয়তানী ষড়যন্ত্র যে মুসলমানদেরকে যখন দ্বীনি (ধর্মীয়) কোন কথা বলা হবে, তখন সে রাগান্বিত হয়ে যাবে। আর সে মজলিস থেকে উঠে চলে যায়। যেন তার স্মৃতিতে কোন ভাল কথা প্রতিস্থাপিত হতে না পারে। তখন হয়তঃ শয়তান আমার কথার উপর খুবই হাসছে। যদিও লাখো মুসলমান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে এসে গেছে তা দ্বারা কি হবে? অথচ দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান এমনই রয়েছে যে, তারা দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে অথবা এক মুষ্টি থেকে ছোট করে চেহারা ইসলামের শত্রুদের মতই করে নিয়েছে এবং পোষাক পরিচ্ছেদ গ্রহণ করেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

আজকাল শয়তান অসংখ্য মুসলমানদের আমলহীন তার কারণে মুবাল্লিগানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**দেরকে বলতে পারে যে তুমি যত জোর লাগাতে চাও লাগাও। কিন্তু মানুষ এখন তোমার কথায় আসার মত নয়। আমি তাদের চালচলন আচার অভ্যাস একদম পরিবর্তন করেই রেখে দিয়েছি। তাদের চেহারা এবং পোষাক তোমারই **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত মোতাবেক নয়। বরং তারা আমারই অনুগামী এবং জাহান্নামে আমার সাথে থাকা ব্যক্তির মত। তাদের মতই হয়ে গেছেন। আমি তাদের কে নিজ নফসের পছন্দনীয় কাজে ব্যস্তই রেখে দিব।

সারওয়ারে দ্বী লিজে আপনে নাতোয়ানো কি খবর,
নফসো শয়তান সায়্যিদা কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে।

গুনাহের অস্ত্র সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রথমেই দেখুন রেডিও পাকিস্তানেরই উপর। আপনার মর্জি মতে বিভিন্ন বিষয়ে রেডিওতে গানশুনানো হতো। কিন্তু প্রত্যেকের তার পছন্দ মোতাবেক এর পরও গান শুনতে পারত না। অতঃপর টেপ রেকর্ডারের ধারাবাহিকতা শুরু হয়, আর প্রত্যেকেই আপন মর্জি মোতাবেক গান শুনতে শুরু করে। হয়তঃ কেউ বলতে পারে আমি টেপ রেকর্ডার দিয়ে বয়ান এবং না'ত ইত্যাদি শুনে থাকি। আপনি যথার্থই বলেছেন। কিন্তু আমি অধিকাংশের কথাই বলছি। অবশ্য এখন হাজারে বরং লাখে কোন একজন এমন মুসলমান হতেই পারে। যিনি শুধু তিলাওয়াত, নাত সমূহ এবং বয়ান শুনার জন্য টেপ রেকর্ডার কিনেন। অধিকাংশ লোক গান শুনার জন্যই টেপ রেকর্ডার ক্রয় করেন।

বরং অনেকবার সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে দুঃখ করে বর্ণনা করে ছিলেন যে, যখন আমরা কখনো আপনার বয়ান অথবা নাত শরীফ এর ক্যাসেট চালু করি তখন ঘরের অধিবাসীরা আমাদের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু করে দেয় এবং বাধ্য করে ফিল্মী গানের ক্যাসেট সমূহ চালু করে দেয়। আমাদেরকে লাঞ্ছিত করে। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ কেও ভালমন্দ বলে থাকে। আহ! **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!

টুকরায়ে কোয়ী দুরকারে কোয়ী, দিওয়ানা সমজকর মারে কোয়ী,
সুলতানে মদীনা লিজে খবর হো আপ কে খিদমতগারো মে।

টি.ভি কখন আবিস্কার হল?

মানুষদের অধিক বিলাসিতায় নিমজ্জিত করনের লক্ষ্যে একজন শয়তান ১৯২৫ইং তে টি.ভি চালু করে দেয় প্রথমেই তা তাদের কাছেই সীমিত ছিল। এরপর মুসলমানদের কাছেও এসে গেল। প্রথমেই বড় শহর সমূহের বিশেষ বিশেষ পার্কেই তা লাগানো হত এবং তথায় মানুষের ভীড় জমে যেত। অতঃপর ধীরে ধীরে ঘরে ঘরে আসা শুরু করল এবং প্রচার চালু করে দিল। কিন্তু তখনও তা সাদা-কালো রংয়ের ছিল। অতঃপর অতিরিক্ত বিলাসীতাও প্রমোদের জন্য এখন রঙ্গিন টি.ভি আবিস্কার করিয়ে দিল, আর কিছুদিন পর পাকিস্তানে ভি.সি.আর নামক খুবই ধ্বংসাত্মক বিপদ আগমণ করল এবং লোকেরা চুপি চুপি ১০টি টাকার টিকিটে ফিল্মসমূহ্ দেখতে লাগল। আর ঐ সময় পত্রিকায় প্রকাশিত হল, করাচীর জন্য ভি.সি.আর এর এত এত লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। এখন যে পাপ লোকেরা ঘুষ দিয়ে চুপিচুপি করছে ঐ গুনাহকে مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ "সরকারী নিরাপত্তায় বৈধতা অর্জিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আর বিভিন্ন ধরণের গুনাহে ভরা নোংরা সিনেমার ভয়াবহতা নিয়ে ভি.সি.আর ঘরে ঘরে এসে গেল। স্মরণ রাখুন! যদি রাষ্ট্রীয় আইনে কোন গুনাহকে বৈধ করে দেয় তখন ঐ গুনাহ কখনো বৈধ হয়ে যায় না।

কব গুনাহো ছে কানারাহ মে করোঙ্গা ইয়া রব!
নেক কব এ মেরে আল্লাহ! বনোঙ্গা ইয়া রব!

জাহান্নামে নিক্ষেপের ধমক

একবার কোন একজন যুবক সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ বললেন: "আমি বাবুল মদীনা করাচী এলাকার রনছুট লাইনে আপনার সুন্নাতের ভরা বয়ান শুনে আমার মুখে দাঁড়ি মোবারকের সুন্নাত সাজিয়ে নিলাম। আমার মা আমাকে দাঁড়ি রাখাতে নিষেধ করে থাকে এবং ধমক দিতে লাগলেন যে, তুমি যদি দাঁড়ি না কাট আমি বিষ খেয়ে মরে যাব। আর তিনি কোন কাফিরের সন্তান নয়, মুসলমানরই সন্তান ছিল। মুসলমান দাবীকৃত তার মা তাকে সুন্নাত থেকে বাধা প্রদান করে নিজের আত্মহত্যার হুমকি দিত। যেন বলত: "হে বৎস! দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে ফেল না হয় নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আফসোস! মুসলমান নাম ধারী আজ সুন্নাত থেকে অনেক দূরে। আল আমান ওয়াল হাফিজ। (মহান আল্লাহই নিরাপত্তা বিধানকারী ও সংরক্ষক)

ওহ দাওর আয়া কেহ দিওয়ানায়ে নবী কেলিয়ে,
হার এক হাত মে পাথর দেখায়ী দেতা হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করা উভয়টি গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। আর মা বাবা যদি কোন গুনাহের হুকুম দেয়, তবে ঐ আদেশ মান্য করা যাবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে;

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

"لَا طَاعَةَ فِيْ مَعصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعرُوْفِ অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তা'আলার** নাফরমানীতে কারো আনুগত্য বৈধ নয়। আনুগত্য শুধুমাত্র ভাল কাজেরই হয়ে থাকে।" (মুসলিম, ১০২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৪০) এমনকি যে মা-বাবা নিজের/ আপন সন্তানকে দাঁড়ি রাখা থেকে বাধা প্রদান করে তাদের এই কাজ থেকে বিরত থাক উচিত। দাঁড়ি লম্বা করা/ বাড়ানো/ এক মুষ্ঠি করা সুন্নাতে রাসুল এবং এক মহান ভাল কাজ। নেক কাজ এবং কল্যাণ থেকে বাধা প্রদান করা মুসলমানদের নয় অমুসলিমদের অভ্যাস। এমনকি অনেক বড় নবী বিদ্বেষী ওয়ালীদ বিন মুগীরার যে দশটি দোষ কুরআনুল করীমে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে একটি দোষ এটিও যে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
সৎ কাজে বড় বাধা প্রদানকারী। مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ
(পারা- ২৯, সূরা- ক্বলম, আয়াত- ১২)

অজ্ঞ প্রফেসর

কেউ কেউ বলে যে, টিভি চ্যানেল সমূহে ভাল ভাল কথাও রয়েছে। ভাল কথা রয়েছে ঠিকই কিন্তু আমাকে বলতে দিন যে, এই টিভির গুনাহে ভরা এবং দায়িত্বহীন চ্যানেল সমূহ মূলতঃ ভয়ানক দুষ্ট আচরনের তুফান দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ইসলামী সমাজকে সমূলে বিনাস করে দিয়েছে। বলা হয়: একদা টিভিতে কোন চ্যানেলে এক প্রফেসর এসে ছিল, প্রশ্ন ও উত্তর চলছিন। ইতিমধ্যেই দাঁড়ি প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আসল। উত্তরে সে বলল: দাঁড়ি রাখাও ঠিক আর না রাখা তাও ঠিক। দাড়ি না রাখা কোন গুনাহের কাজ নয়। এখনতো অনেক পিতামাতা নিজ যুবক পুত্রদের আরো পরিবর্তনে নিমজ্জিত করে দিল এবং তাদেরকে এলোমেলো বকাবকি শুরু করে দিল।

বলছে যে, তোমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালারা নিজেদের উপর অনেক বোঝা চাপিয়ে নিয়েছে। অত বড় প্রফেসর টিভিতে আসল আর সে বলল; দাঁড়ি না রাখাতে কোন গুনাহ নেই। আর তোমরা বলছ গুনাহ। দ্বীনের ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞান থেকে অন্ধ ঐ মূর্খ প্রফেসারের এই শরীয়াত বিরোধী ফতোওয়া বরং আমলহীন ব্যক্তিদের নফসকে উদ্বুদ্ধকারী জবাবে জানা নেই যে কত মুসলমানের মন মানসিকতাকে নষ্ট করেছে। কিন্তু ইশ্‌কে **রাসূল** দ্বারা ভরপুর অন্তর থেকেই এই শব্দ সদা শুনা যায়।

মুজে পিয়ারা ওহ লাগতা হে, মুজে মিঠা ওহ লাগতা হে,
ইমামাহ সরপে আওর ছেহরে পে জু দাড়ি সাজাতা হে।

নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেনতো! কিভাবে চালাকী করে ইসলামের মূল ভিত্তি সমূহকে উৎখাত করে দেয়া হচ্ছে। আমি কি কিছুই করতে পারি না? কেন পারব না? প্রথমে অন্তর কাঁদাতে পারি আর মনকে জানিয়ে দিতে পারি, ফলে এভাবে সাওয়াবতো অর্জন করতে পারে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদেরই এই যুদ্ধ জারী থাকবে।

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে ,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

দাঁড়ি মুণ্ডানো হারাম

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের রিসালা "লুমআতুদ দোহা ফি ইফায়িল লুহা" এর মধ্যে আয়াতে করীমা,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

হাদীসে মোবারকা এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی এর বাণী সমূহের আলোকে দাঁড়ি বাড়ানো ওয়াজিব আর মুণ্ডানো এবং কেটে এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। দাঁড়ি রাখার গুরুত্বের উপর মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "কালো বিচ্ছু" অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। আর যদি **আল্লাহ্** না করুন আপনি দাঁড়ি রাখেননি তবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ তাওবা করে মাদানী চেহারাওয়ালা হয়ে যাবেন।

মৃত্যু যন্ত্রণার হৃদয় কাপানো কল্পনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কখনো একা বসে চিন্তা করুন যে, এক সময় মৃত্যু যন্ত্রণাও আসবে, রূহ শরীর থেকে বের হতে থাকবে, মৃত্যুর যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা আসতে থাকবে এবং যন্ত্রণাও এমন যে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ মৃত্যু যন্ত্রণা তরবারীর হাজার আঘাত থেকে গুরুতর। (মালফুযাতে আ'লা হযরত, ৪৯৭ পৃষ্ঠা। হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৯৩৪) হায়! আফসোস! আমার কি অবস্থা হবে। আমি তো দুনিয়ারী রং-তামাশার মধ্যে মত্ত রয়েছি আমি উন্নত থেকে উন্নতর স্বাদময় খাবার সমূহ এবং দুনিয়াবী নেয়ামত সমূহের বিলাসী অথচ রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছেঃ নিশ্চয় মৃত্যু যন্ত্রণার কঠিনতা দুনিয়াবী স্বাদ অনুযায়ী হবে। তাই যে দুনিয়াবী স্বাদ সমূহ ভোগ করেছে তার মৃত্যু যন্ত্রণাও বেশি হবে। (মিহাজুল আবেদীন, ৮৬ পৃষ্ঠা) অতঃপর ঐ সময়ও এসে যাবে যে, আমার নামের ধুম পড়ে যাবে যে, অমুকের ইন্তিকাল হয়ে গেছে। হয়তো আপনার জীবনে এমনও একটি সময় আসবে যে, আপনার নামের সাড়া পড়ে যাবে। যে অমুক ব্যক্তি ইনতিকাল হয়ে গেছে। দ্রুত গোসলদাতাকে নিয়ে এস। হয়তঃ এখনই গোসলদাতা ব্যক্তি তখতা নিয়ে চলে আসছে। তখন আপনার উপর চাদর আবৃত করা হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আপনার মাথা থেকে সম্পূর্ণ মুখাভয়াব বন্ধ করে দেয়া হবে। পায়ের উভয় গিরা বন্ধ করে দেয়া হবে। গোসলদাতাও আপনাকে গোসল দিয়ে দিবে, কাফন পরিধান করাবে। আর আপনার সন্তানেরা আপনাকে গোসল দিতে পারবে না। কাফনও পরিধান করাতে পারবে না। কেননা, যখন বাচ্চার বুদ্ধি হয়েছে, তখন আমি তাকে স্কুলের দরজা দেখিয়েছি। যখন বড় হয়েছে তখনই কলেজেই তাদেরকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকা প্রেরণ করেছিলাম। দুনিয়াবী পরীক্ষা সমূহের তৈরীর জন্য খুবই আগ্রহ জাগিয়েছি। কিন্তু (ইসলামী শিক্ষায়) শিক্ষিত করিনি। মৃত ব্যক্তির গোসল সে কিভাবে দিতে হবে তার কাছেতো জীবিত ব্যক্তি হিসেবে গোসল করার সুন্নাত সমূহও জানা নেই। হ্যাঁ! হ্যাঁ! অবশ্যই পিতার শেষ খেদমত এই যে, তার ছেলে তাকে গোসল করিয়ে দিবে। কাফন পরিধান করাবে। জানাযার নামাযও পড়াবে এবং নিজ হাতে তাকে দাফন করবে। প্রকাশ্য যে, যদি পুত্র গোসল দেয় তবে তখনই নম্রতাসহ কেঁদে কেঁদে সুন্নাত মোতাবেক তাকে গোসল দিবে। আর যখন ভাড়াকৃত গোসলদাতা আনা হবে। তখন সে যত্রতত্র পানি ভাসিয়ে কাফন পরিহিত করে পকেটে টাকা-পয়সা আসা পর্যন্ত সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোসল করিয়ে চলে যাবে।

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার শাস্তি

এখন জানাযার লাশ উঠানো হবে। ঘরের মহিলারা চিৎকার করবে আর আমি তাদেরকে এ কাজ থেকে জীবদ্দশায় নিষেধও করিনি যে, চিৎকার করে কাঁদিওনা। কেননা মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

হাদীসে পাকে এসেছে যে: 'মৃত্যুর সময় বিলাপকারীরা যদি নিজের মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে এ নিয়মেই দাঁড় করানো হবে যে, একটি ডুমুরের অপরটি খাজলি এর (এক প্রকার বৃক্ষ) জামা থাকবে।' (সহীহ মুসলিম, ৪৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৩৪)

জানাযাকে কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি

যাই হোক জানাযার লাশ কাঁধে নিয়ে লোকেরা কবরস্থানের পথে চলা শুরু করবে। সন্তান হয়তঃ সে সঠিক নিয়মে লাশকে বহনও করতে জানবে না। কেননা আমি তাকে সে ব্যাপারে কখনো শিক্ষা দিইনি! এ বেচারার তো জানা নেই যে, সুন্নাত মোতাবেক লাশ বহন করার পদ্ধতি কি? আর জানাযার লাশকে বহন করার পদ্ধতি শুনুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "বাহরে শরীয়াত" এর ১ম খন্ডের ৮২২ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত আছে: সুন্নাত পদ্ধতি হল; একের পর এক চারটি পায়াকে কাঁধে নেয়া, আর প্রত্যেকবার দশ কদম করে চলা। আর পূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে প্রথমে মাথার দিকের ডান পাশ কাঁধে নিবে এরপর ডান পায়ের দিকের ডান পাশ, অতঃপর মাথার দিকের বাম পাশ এবং সবশেষে পায়ের দিকের বাম পাশ কাঁধে বহণ করবে। আর দশ কদম করে চলবে তবে মোট চল্লিশ কদম হবে।

জানাযাকে কাঁধে নেওয়ার ফযীলত

হাদীসে পাকে এসেছে যে; "যে (ব্যক্তি) জানাযাকে কাঁধে নিয়ে চল্লিশ কদম চলবে, তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আল মুজামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯২০) অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি জানাযার চারটি পায়াকে কাঁধে নিবে,

আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (স্থায়ী) ক্ষমা করে দিবেন।" (আল জাওহারাতুন নিয়্যিরা, ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা) অবশেষে আমার আত্মীয় স্বজনরা নিজেদের হাতে আমাকে ছোট ও অন্ধকার কবরে রেখে উপরে মাটি দিয়ে একাকী রেখে চলে যাবে। আফসোস!

কবর মে মুজকো লেটা কর আওর মিটি কর,
চল দিয়ে সাথী না পছ আব কুয়ী রিশতেদার হে।
খাওয়াব মে ভি এয়ছা আন্ধেরা কভি দেখা না থাহ্,
জেয়ছা আন্ধেরা হামারী কবর মে ছরকার হে।
ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আ-কর কবর রওশন কিজিয়ে,
যাত বে শক আপ কি তো মান্বায়ে আওয়ার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ শরীফ)

কবরের আলোর অনুভূতি রইল না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াতে বসবাসের জন্য ঘর সমূহ্ অনেক বড় করে তৈরী করা হয়। কিন্তু আফসোস! কবর সুন্নাত মোতাবেক তৈরী করা হয় না। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "মাদানী ওসিয়তনামা" নামাক রিসালা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই রিসালার শেষের দিকে মৃত ব্যক্তির গোসল এবং কাফন দাফনের জরুরী আহকাম ও বর্ণিত আছে। ঘর সমূহের প্রশস্থতা করার ধ্যান ধারণাতো আমাদের ভিতরে প্রচুর। কিন্তু কবর প্রশস্ত করার কোন চিন্তা ভাবনা নেই। দুনিয়া উন্নত ও উজ্জল করার খেয়াল আমাদের প্রত্যেকের আছে। কিন্তু কবর আলোকিত করার প্রতি কারো খিয়াল নেই। অথচ চিন্তা করলে, কবরও ভবিষ্যৎ জীবনের অন্তর্ভূক্ত। ঘরে আলোর সকল ব্যবস্থা আপনি রেখেছেন। কিন্তু কবরকে আলোকিত করার কোন চিন্তা ভাবনা আমাদের নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সম্পদ বৃদ্ধি করার আাকাংখা প্রত্যেকের আছে। কিন্তু সাওয়াব বৃদ্ধি করার খেয়াল কারো মধ্যে দেখা যায় না। জীবনের নিরাপত্তার জন্য ধ্যান ধারণা চরম চিন্তা ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ঈমান হিফাযতের অনুভূতি অনেক কম হয়ে গেছে।

মাল সালামত হার কোয়ী মাঙ্গে
দ্বীন সালামত কোয়ী হো।

আরোগ্যতা ক্রয় করা যায় না

মনে রাখবেন! সম্পদ দ্বারা ঔষধতো পাবেন, কিন্তু রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় না। যদি সম্পদ দ্বারা রোগ থেকে শিফা পাওয়া যেত তাহলে বড় বড় ধনীর পুত্রগণ হাসপাতাল সমূহে রোগে ধুকে ধুকে মারা যেত না। সম্পদ বিপদ সমূহ এবং চিন্তা মুক্তির চিকিৎসা নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হালাল পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ উপার্জন করা এবং তা জমা করা শরয়ীভাবে বৈধ, যখন সে ওয়াজিব হক সমূহ আদায় করতে থাকে। তবে সম্পদের আধিক্যের লোভ ভাল জিনিস নয়। এটির অনেক খারাপ প্রভাব রয়েছে। সম্পদের আধিক্য সাধারণত গুনাহের দিকে দ্রুতগতিতে নিয়ে যায়। বরং সত্য যে, সম্পদের আধিক্যতা, বিপদ সমূহরই ঘাটি। আর ডাকাতি সমূহও সম্পদশালীদের দালানেই হয়ে থাকে। সাধারণত সম্পদশালীদের সন্তানেরা গুম হয়ে থাকে। ডাকাতরা ভয়ানক পত্র প্রেরণ করতঃ সম্পদশালীদের নিকট থেকে প্রচুর টাকা আদায় করে থাকে। সম্পদের আধিক্যতায় আন্তরিক শান্তি কোথায় বরং উল্টা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। আশ্চর্য্যের কথা যে, তার পরেও লোকেরা সম্পদের তালাশে অলিগলিতে ঘুরতে থাকে এবং হালাল-হারামের পার্থক্য করে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

জুসতোজো মে কিউ ফিরে মাল কি মারে মারে
হাম তো ছরকার কে টুকড়ো পে পালা করতে হে।

ধনাঢ্যতা এবং অসুস্থতা

বড় বড় সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে আপনি দেখুন! তারা নানা রকম দুর্দশায় আক্রান্ত রয়েছে। কেউ কেউ সন্তানের আহাজারী করছে, আর কারো মা অসুস্থ। আর কারো পিতা অসুস্থ। আর কেউ নিজে কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত রয়েছে। অনেক ধনী ব্যক্তি আপনি পাবেন যারা হার্টের রোগী আর অনেকে সুগারের রোগী। যারা কখনো মিষ্টি দ্রব্যাদি খেতে পারে না। নানা রকম খাদ্যের দ্রব্যাদি সামনে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু কোটিপতি সাহেব তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারছেন না। অবশেষে বেচারা সম্পদ ও ধনের কল্পনায় নিজ অন্তরকে শান্তনা দিয়েছে তারপরেও সম্পদের নেশা খুবই আশ্চর্যজনক। যা দূর হওয়ার নামও নেয় না। নিশ্চিত জেনে রাখুনঃ হালাল হারাম পার্থক্য না করে, ধন উপার্জন করতে থাকা মূর্খদেরই অভ্যাস। এতটুকু চিন্তা করে না যে, অবশেষে এত সম্পদ কোথায় রাখব? অমুক অমুক সম্পদ শালীরা ও তো শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর ঘাটে পর্দাপন করেছে। তাদের সম্পদ তাদের কি কাজেই আসল? পক্ষান্তরে ওয়ারিশরাই সেই সম্পদ বন্টনে যুদ্ধ করল, শত্রুতা হয়ে গেল, শেষে কোর্টে ফেসে গেল এবং পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে গেল, আর বংশের সম্মান নষ্ট হয়ে গেল।

দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তো না জা, আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া।
মালে দুনইয়া দো-জাহা মে হে ওবাল, কাম আয়েগা না পেশে যুলজালাল।

কবরের প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কখনো কখনো এভাবে চিন্তা করুন যে, আমার লাশটি কয়েক মন মাটির নিচে দাফন করে বন্ধুবান্ধব সকলেই চলে যাবে। এই সুবাসিত বাগান। ফলে ফুলে ভরা ক্ষেতটি, নতুন মডেলের চাকচিক্যময় গাড়িগুলে, চমৎকার দালান ইত্যাদি কিছুই তখন তোমার কাজে আসবে না। দুই ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট ফিরিশতা মুনকার নাকীর কবরের দেয়ালগুলি ভেদ করে তোমার নিকট হাজির হবে। তাদের মাথায় লম্বা লম্বা কালো কালো চুল হবে এবং যা পা পর্যন্ত আবৃত থাকবে তাদের চোখগুলোতে আগুন ঝরতে থাকবে। তখনই পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। মুহাব্বত সহকারে নয় বরং ধমক দিয়ে উঠাবেন এবং খুবই কঠোরভাবে প্রশ্নবলী করবেন। যেমন- (১) مَنْ رَّبُّکَ؟ অর্থাৎ- তোমার পালন কর্তা কে? (২) مَادِيْنُکَ؟ অর্থাৎ- তোমার ধর্ম কি? (৩) অতঃপর একটি আত্যধিক পবিত্র আকৃতি দেখানো হবে, যার জন্যে উৎসর্গ হতে সকল প্রেমিকরাই ছটপট করতে থাকে। অন্তর আকর্ষনকারী আকৃতি দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। "مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُلِ؟" অর্থাৎ- এ সত্তার ব্যাপারে তুমি কি বলে থাকতে? হে নামাযীরা! হে পিতা-মাতার বাধ্য সন্তানেরা! হে আত্মীয়দের সাথে সদাচরণকারীরা! হে শুধুমাত্র হালাল রুজি উপার্জনকারীরা! হে এক মুষ্টি দাড়িধারী ব্যক্তিরা? হে মাথায় সুন্নাত মোতাবেক চুল ধারণকারী ব্যক্তিরা! হে নিজ মাথায় আমামা শরীফ এর তাজ সাজানো ব্যক্তিরা! হে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে মাদানী ইনআমাত এর রিসালা জমাকারী ব্যক্তিরা! হে সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় সফরকারী ব্যক্তিরা!

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারা অবশ্যই ঐ প্রশ্ন সমূহে সফল হয়ে যাবেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** এবং **নবী মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় আপনার জন্য কৃত প্রশ্ন সমূহের উত্তর এভাবেই হবে। رَبِّیَ الله অর্থাৎ- আমার রব **আল্লাহ্ তা'আলা** دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ- আমার ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আর ঐ অন্তর আকর্ষনকারী সত্তার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, هُوَ رَسُوْلُ الله অর্থাৎ- ইহাতো আমারই প্রিয় আকা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং আন্দোলিত হয়ে, তুমি বলতেই থাকবে।

ছরকার ﷺ কি আমদ মারহাবা!
দিলদার ﷺ কি আমদ মারহাবা!
কবর মে ছরকার আয়ে তো মে কদমো মে গিরো,
গর ফিরিশতে ভী উঠায়ে তো মে উন ছে ইউ কাহো।
ইনকে পায়ে নাজছে আয় ফিরিশতো! কিউ উঠো,
মরকে পৌহোছা হো ইয়াহা ইছ দিলরোবা কে ওয়াসিতে।

হে সালাত ও সালামে মতোয়ারা ব্যক্তিরা! নামে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণকারীরা বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বনকারীরা! এখন তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ শানমান দেখিয়ে ঐ কবর থেকে ফিয়ে যাওয়ার করবেন তখনই আত্মাহারা প্রেমিকের মতই তার জবানে বলতে থাকবে।

দিল ভী পিয়াসা নজর ভী হে পিয়াসী, কিয়া হে এ্যায়সী ভী জানে কি জলদী
ঠেহরো ঠেহরো যরা জানে আলম! হাম নে জি ভরকে দেখা নেহী হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশেষে শেষ প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর জাহান্নামের জানালা খোলা করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যাবে। আর জান্নাতের জানালা খুলে যাবে এবং বলা হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যদি তুমি সঠিক উত্তর না দিতে পারতে তখন তোমার ভাগ্যে ঐ দোযখের উন্মুক্ত জানালাটিই হত। একথা শুনার পর কবরের ব্যক্তি অনেক আনন্দিত হয়ে যাবে। আর এখনই তাকে জান্নাতি কাফন পরিধান করানো হবে। জান্নাতি বিছানা দেয়া হবে। কবর তার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত এবং বড় করা হবে। সকল কিছুই তার জন্য আনন্দদায়ক হবে।

কবর মে লেহেরায়েঙ্গে তা হাশর চশমে নূর কে,
জলওয়া ফরমা হোগী জব তলআত রাসুলুল্লাহ ﷺ কি।

(হাদায়িকে বখশিশ)

কবরের প্রশ্নে ব্যর্থ হওয়ার কারণ

আল্লাহ্ না করুন! আপনি নামায সমূহ্ নষ্ট করতেই চলেছেন। মিথ্যা কথাও বলছেন। গীবত করে যাচ্ছেন। হারাম উপার্জনেও করে যাচ্ছেন। সিনেমা-নাটক নিজেও দেখেন অপরাপরকে ও দেখান। আর গান বাজনা নিজেও শুনেন অপরকেও শুনাতে থাকেন। আর মুসলমানদের মনে কষ্ট দিতে থাকেন। যদি আপনার এ কাজে **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আপনার নিকট থেকে বিমুখ হয়ে যায়। যদি গুনাহ সমূহের বোঝার কারণে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়। তখন ঐ ফিরিশতা দ্বয়ের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَا اَدْرِىْ (হায়! আফসোস, হায় আফসোস! আমি সে প্রসঙ্গে কিছুই জানিনা) হায়! হায়! যখনই চোখ খুলে টিভি এর উপরই নজর ছিল। যখন কানে কিছু শুনেছি অবশ্যই সিনেমার গানই শুনেছি। আমার তো জানা নেই যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** কে? অনুরূপ দ্বীন কি তাও তো আমি জানি না?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: " আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আমিতো দুনিয়াতে আগমণের উদ্দেশ্য শুধু এটা বুঝেছি যেমন ইচ্ছা তেমন করা, যে যেভাবে পার সম্পদ উপার্জন করা, স্ত্রী পুত্রদের লালন পালন করা। যদি কখনো কেউ আমাকে আমার পরকালের মঙ্গলের জন্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অথবা মাদানী কাফিলাতে সফর করার জন্য দাওয়াত দেয়, তখনই এটা বলে দিতেন সারাদিন কাজ করে দূর্বল হয়ে গেছি। সময়ও পাই না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবিত অবস্থায় এই উত্তর চলতে থাকবে। আপনি সারা জীবনেও সময় পাবেন না। কিন্তু আপনি দুনিয়াবী কাজ কারবার চমৎকার করছেন। আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি হতেই থাকবে। কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখা চায় যে,

সেটজী কো ফিকর থি ইক ইক কে দস দস কিজিয়ে
মাওত আঁপৌহোছি কেহ মিসটার! জান ওয়াপাস কিজিয়ে।

যাই হোক, যার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে তার নিকট থেকে শেষ প্রশ্ন করার পর জান্নাতের জানালা তার জন্য অবশ্যই খুলে দেয়া হবে, আর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর জাহান্নামের জানালা খুলে এবং তাকে বলা হবে: যদি তোমাকে করা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর প্রদানে সক্ষম হতে তখন তোমাকে ঐ জান্নাতের জানালাটি খুলে দেয়া হত। একথা শুনে সে খুবই পেরেশান হয়ে পড়বে, জাহান্নামের জানালা থেকে তার গরম ও অগ্নি শিখা আসতে থাকবে। তার কাফনটিকে আগুনের কাফনে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। আগুনের বিছানা তার কবরে বিছানো হবে। তার উপর আযাবের ফিরিশতা নিযুক্ত করা হবে, যারা অন্ধ এবং বধির হবে, তাদের কাছে লোহার গদা (হাতুড়ী) থাকবে। এটি দ্বারা যদি পাহাড়ে আঘাত করা হয়, তবে তা মাটি সাথে মিশে যাবে। ঐ হাতুড়ী দ্বারা তাকে মারতে থাকবে।

এমনটি সাপ এবং বিষধর বিচ্ছু তার কবরে ভরপুর হয়ে যাবে। সকলে তাকে দংশন করতে থাকবে। এমনকি তার খারাপ আমল সমূহ বিভিন্ন ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করে কখনো কুকুর বা ভেড়া বা অন্য আকৃতি নিয়ে তাকে শাস্তি দিতে থাকবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১০-১১১ পৃষ্ঠা)

আজ মাচ্ছর কা ভী ঢঙ্ক আহ! সাহা জাতা নেহী,
কবর মে বিচ্ছু কে ঢঙ্ক কেইসে সাহে গা ভায়ী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার সম্পদকে নিজের সব কিছু মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। **আল্লাহ্**র স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া হওয়া উচিত নয়, **আল্লাহ্ তা'আলা** ঈমানদারগণকে সতর্কতা প্রদানের নিমিত্তে ২৮ পারা, সুরাতুল মুনাফিকুনের ৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমারই সম্পদ, তোমারই সন্তানগণ! যেন তোমাকে **আল্লাহ্ (তা'আলার)** স্মরণ থেকে অলস বানিয়ে না দেয়।

এটা বলিও না যে, কোন সঠিক পথ প্রদর্শক পাইনি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হালাল রিযিক সন্ধান করতে গিয়েও কখনো ঐ রকম ব্যস্ততায় রাখবেন না, যা দ্বারা নামায সমূহ থেকে অলস করে দেয়। আর যদি **আল্লাহ্** না করুক! হারাম উপার্জন এবং সুদের লেনদেন করে থাকেন, তবে ছেড়ে দিন। সুদ ঘুষের কারবার পরিত্যাগ কর। দেখুন! মৃত্যুর পরে যেন আপনি এটা বলতে না পারেন যে, আমাদেরকে হিদায়াত প্রদানের কেউ ছিল না সঠিক পথ প্রদর্শক পাইনি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

নানা রকম গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই ভয় করা প্রয়োজন যে, যদি কৃত গুনাহের কারণে আপনার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তখন আপনি কি করবেন **আল্লাহ্ তা'আলা** ২৪ পারা, সুরাতুজ জুমার ৫৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اَنِیْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং আপনারা নিজ প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং তার নিকটই প্রতি নিয়্যত উপস্থিত থাকুন। তোমাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বে আর তখন তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।"

ইয়া ইলাহী মেরা ঈমান সালামত রাখনা,
দোনো আলম মে খোদা সায়াহে রহমত রাখনা।

আমরা ছোট হতে যাচ্ছি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের কিসের ভরসা! আপনার সুস্থতা লাখো ভাল হলেও আপনি কি জানেন না, যে হঠাৎ ভূমিকম্প আসতে পারে। বাস, কার এবং ট্রেন সমূহ উল্টে যায়। অথবা হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণ হতে পারে এবং লাশের স্তুপ পড়ে যেতে পারে। আর যদি খোলা আকাশে বিমান বিধ্বংস্ত হয়ে যায়। তখন লাশ সমূহকে পরিচয়ও করা যায় না। আপনার চাকুরী বাকুরী গুনাগুন, পদ মর্যাদা কিছুই কোন কাজে আসবে না। মানুষেরা এক আঘাতেই মারা যায়। এই অমূল্য নিঃশ্বাস খুব দ্রুতই বেরিয়ে যাচ্ছে। যা একবার বের হয়ে যায় তা আর ফিরে আসে না, অবশ্যই প্রত্যেক নিঃশ্বাস মৃত্যুর দিকে আমাদের এক একটি পদক্ষেপ। আপনি বলতে পারেন আমার সন্তান ১২ বছরে পদার্পন করেছে। আপনি তাকে বড় হয়েছে মনে করছেন।

যদি গভীরভাবে দেখেন তবে, আপনার পুত্র বড় নয় বরং ছোটই হতে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ সে যদি দুনিয়াতে ২৫ বছর বেঁচে থাকে, তবে তা থেকে ১২ বছর কমে গিয়েছে। যেন সে লোক জীবন অতিবাহিত করে ফেলেছে। অবশ্যই আমরা সবাই ধীরে ধীরে মৃত্যুর নিকটেই পা বাড়াতে যাচ্ছি। আর আমাদের সকলের হায়াত ধীরে ধীরে কম হতে যাচ্ছে। এভাবে সবাই বয়সে বড় হচ্ছি না বরং ছোট হয়ে যাচ্ছি। ঘড়ির অতিবাহিত হওয়ার প্রতিটি ঘন্টা আমাদের বয়সের এক ঘন্টা কমে যাওয়ার সংবাদ দিয়ে থাকে।

গাফিল তুঝে ঘড়য়াল ইয়ে দেতা হে মুনাদী,
গর দোনে গড়ী উমর কি ইক আওর গাটাদী।

দুনিয়াবী পরীক্ষার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের পরীক্ষার মুখামুখী হয়ে অবশ্যই আপনাকে কিয়ামতের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আফসোস! আমাদের কাছে এর কোন প্রস্তুতি নেই। এমনকি চাকুরীর ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য স্কুল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমরা অনেক জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। ঐ উক্তি مَنْ جَدَّ وَجَدَ অর্থাৎ 'যিনি সাধনা করে সে কৃতকার্য হয়েছে।' এর সত্যায়ন শুধু দুনিয়াবী পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একথা হয়ত বলা যেতে পারে। আপনি তা দ্বারা দুনিয়াবী অস্থায়ী খুশি আনন্দের ভাগীদার হতে পারেন। কিন্তু কিয়ামতের কঠিন পরীক্ষার অবস্থা কি হবে? একদিন অবশ্যই আমাদেরকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। কবর এবং পরকালের পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হবে। সেখানের পরীক্ষায় কোন ধোকার আশ্রয় নেয়া যাবে না। ঘুষও চলবে না। দ্বিতীয়বার যাছাইয়ের সময়ও দেয়া হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এত কিছু জানার পরেও আমাদের দুনিয়াবী পরীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট মাথা ব্যথা রয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয়! কিয়ামতের পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা খুবই উদাসীন। দুনিয়াবী পরীক্ষার জন্য আজকাল ছাত্ররা সারা রাত জাগ্রত থেকে পড়ালেখা করে। নিদ্রার এলে ঘুম বিনাসকারী ট্যাবলেট (ঔষধ) **ANTY SLEEPING** খেয়ে জাগ্রত অবস্থায় রাত কাটায়। আর পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিয়ামতের পরীক্ষার জন্য আমাদের মধ্যে কেউ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদতে কাটিয়েছি? দুনিয়াবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আপনি স্কুল কলেজের দিকে বারবার ছুটে যাচ্ছেন। আর কিয়ামতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আপনি কি কখনো সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছেন? দুনিয়াবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে অনেক ছাত্র টিউটর এর সেবা (গৃহ শিক্ষক) গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ একাডেমী বা টিউশন সেন্টারে **(JOIN)** যোগদান করে। আর কিয়ামতের কঠিন পরীক্ষার জন্য আপনি সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশে কি সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং আশেকানে রাসুলদের সংস্পর্শ অবরম্বণ করেছেন কি? দুনিয়াবী উন্নতির জন্য উচ্চতর শিক্ষা **(HIGHER EDUCATION)** অর্জনের নিমিত্তে অন্য নগরীতে বরং ভিন্নদেশেও ভ্রমণ করে থাকে। আর আখিরাতের বাস্তব উন্নতির জন্যও কিয়ামতের পরীক্ষার তৈরী গ্রহণে কি কখনো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফিলার সঙ্গে সফর করেছেন? হে শুধুমাত্র দুনিয়াবী পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণকারী ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের ঐ জটিল পরীক্ষার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। যাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা জান্নাতের ঐ নেয়ামত সমূহ লাভ করবে যা চিরস্থায়ী বিদ্যমান থাকবে, আর অপরদিকে অকৃতকার্য ব্যক্তি জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনেই জ্বলতে থাকবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আর কিয়ামতের পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের সহজতার জন্য আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অবশ্যই অংশদগ্রহন করুন। আর নিজ এলাকায় মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে) কুরআনে পাক বিনামূল্যে শিক্ষাগ্রহণ করুন। আর প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে ৩ দিন আশেকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফিলায় সফর করাকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। আর প্রত্যেক মাসে মাদানী ইনআমাত এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম ১০ তারিখের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফিলায় সফর করা, আর মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করত: প্রত্যেক মাসে জমা করানোই আপনাকে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ আপনার কিয়ামতের পরীক্ষার জন্যে সহযোগিতা ও সাহায্যকারী হবে।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, পায়োগে বারকাতে কাফিলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, দূর হো আফতে কাফিলে মে চলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রতিবেশী সম্পর্কীত ১৫টি মাদানী ফুল

✱ ৮টি হাদীস শরীফ (১) "**আল্লাহ্ তা'আলা** নেক মুসলমানের সদকায়/ খাতিরে তাঁর আশেপাশের ১০০টি ঘর থেকে বিপদাপদ দূরীভূত করে দেন। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করেন:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ (৩য় পারা, সূরা বাক্বারা, আয়াত- ২৫১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যদি **আল্লাহ্** মানুষের মধ্য থেকে একজনকে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করেন, তবে অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৫৩৩) (২) "**আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হল। যে আপন প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়ে থাকে।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৫১) (৩) "ঐ ব্যক্তি জান্নতে প্রবেশ করবে না, যার দুষ্টামী থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (মুসলিম, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৬) (৪) "ঐ ব্যক্তি মুমীন নয়, যে নিজেই পেট ভরে আহার করেছে, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে রয়েছে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৮৯) অর্থাৎ- সে পূর্ণাঙ্গ মুমীন নয়। (৫) "যে আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে যেন **আল্লাহ্ তা'আলাকে** কষ্ট দিল।" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩য় খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩) (৬) "হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসীয়ত করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হচ্ছিল যেন প্রতিবেশীকে মীরাসের হকদার করে দেয়া হবে।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০১৪) (৭) "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্** এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত আপন প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করা।" (মুসলিম, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৮) "আশেপাশের চল্লিশ ঘর প্রতিবেশীদের অন্তর্ভূক্ত।" (মারাসিলে আবু দাউদ, ১৬ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: ঘরের চতুর্দিকে চল্লিশ চল্লিশ ঘর উদ্দেশ্য। (প্রাগুক্ত) "নুজহাতুল ক্বারী" কিতাবে বর্ণিত আছে: প্রতিবেশী করা, এটিকে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন প্রচলন এবং কার্যাবলীর দ্বারা বুঝে নেয়। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ✱ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে/ প্রতি কর্তব্য সমূহের মধ্যে এগুলো রয়েছে যে; তাকে প্রথমে সালাম করবে, তার সাথে দীর্ঘ আলাপ না করা, তার অবস্থাদির সম্পর্কে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা। যখন অসুস্থ হয়, তখন তার সেবা করা। বিপদের সময় তার সমবেদনা জ্ঞাপন করা, আর তাকে সাহায্য করা। খুশির সময় তাকে ধন্যবাদ/ মোবারকবাদ দেয়া, তার খুশিতে খুশি প্রকাশ করা। তার ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করে দেয়া। ছাদ থেতে তার ঘরের দিকে উকি না মারা। তার ঘরের রাস্তা ছোট করে না দেয়া। সে নিজের ঘরে যা কিছু নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি দেখার চেষ্টা না করা। যদি সে কোন দুর্ঘটনা বা কষ্টের শিকার হয়, তবে তাড়াতাড়ি তাকে সাহায্য করা, যখন সে ঘরে বিদ্যমান থাকবে না, তার ঘরের হিফাজত করা থেকে অলস না হওয়া। তার বিরুদ্ধে কোন কথা না শুনা এবং তার ঘরের অধিবাসীদের থেকে নিজের দৃষ্টিকে নিচু রাখা। তার বাচ্চাদের সাথে নম্র আচরণ করা। তার ধর্মীয় ও দুনিয়াবী যে কোন বিষয়ে যদি জ্ঞান না থাকে, এর সম্পর্কে তার পথনির্দেশনা করা। (ইহ্ইয়াউর উলুম, ২য় খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা) ✱ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট এক ব্যক্তি এসে আরয করলো: আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়, গালি দেয় ও বিরক্ত করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

তিনি বললেন: সে যদি তোমার ক্ষেত্রে **আল্লাহ্**র নাফরমানী করে, তবে তুমি তার ক্ষেত্রে **আল্লাহ্**র আনুগত্য করো। (প্রাগুক্ত, ২৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ কোন এক বুযুর্গের ঘরে ইঁদুরের প্রচুর উপদ্রব ছিলো। কেউ তাঁকে একটা বিড়াল রাখার পরামর্শ দিলেন। ঐ বুযুর্গ জবাবে বললেন: আমার আশংকা হচ্ছে যে, ইঁদুরগুলো বিড়ালের আওয়াজ শুনে ভীত হয়ে পালিয়ে প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়বে। তখন আমি ঐ লোকটির মতো হয়ে যাবো, যে ব্যক্তি কোন একটি কষ্ট পছন্দ করে না, অথচ ঐ কষ্ট অপরকে পৌঁছাতে চায়। (প্রাগুক্ত, ২৬৮ পৃষ্ঠা) ✱ বর্ণিত আছে: কিয়ামতের দিন গরীব প্রতিবেশী ধনী প্রতিবেশীকে ধরে নিয়ে **আল্লাহ্ তা‘আলা**র দরবারে অভিযোগ করে বলবে; হে আমার প্রতিপালক! তাকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমাকে তার সদ্ব্যবহার থেকে কেন বঞ্চিত করেছে এবং আমার জন্য তার দরজা কেন বন্ধ রেখেছে? (প্রাগুক্ত) ✱ এক ব্যক্তি আরয করল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অমুক নারী নামায ও রোযা এবং সদকা প্রচুর পরিমাণে করে থাকে, কিন্তু তার মধ্যে এই দোষটি আছে যে, সে মুখে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সে জাহান্নামের মধ্যে রয়েছে।” লোকটি পুনরায় আরয করলেন: **হে আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অমুক নারী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। সে নামায, রোযা ও সদকা বেশী আদায় করে না, সে পনীরের টুকরো সদকা করে মাত্র। কন্তি সে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। ইরশাদ করলেন: “ঐ নারী জান্নাতে রয়েছে।” (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৬৮১) ✱ **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “প্রতিবেশী তিন ধরণের রয়েছে: কারো প্রতি তিনিটি কর্তব্য রয়েছে, কারো প্রতি দু’টি, আর কারো প্রতি একটি কর্তব্য রয়েছে। যেই প্রতিবেশী মুসলমান হবার সাথে সাথে নিকটাত্মীয়ও হয়,

তার প্রতি তিনটি কর্তব্য রয়েছে: প্রতিবেশী হিসেবে ও মুসলমান হিসেবে এবং নিকটাত্মীয় হিসেবে। মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি দু'টি কর্তব্য রয়েছে: প্রতিবেশী হিসেবে ও মুসলমান হিসেবে এবং কাফির প্রতিবেশীর প্রতি মাত্র একটি কর্তব্য, তা হচ্ছে প্রতিবেশী হিসেবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৫৬০) ✱ হযরত সয়্যিদুনা বায়েযিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অগ্নিপূজারী প্রতিবেশী ছিল। ইহুদী প্রতিবেশী সফরে গেল। তার পরিবার পরিজন ঘরে রেখে যায়। রাতে ইহুদীর ছোট বাচ্চা কান্না করত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: বাচ্চা কান্না করে কেন? ইহুদীর স্ত্রী বলল: ঘরে চেরাগ/ প্রদীপ/ বাতি নেই, বাচ্চা অন্ধকারে ভয় পেয়ে থাকে। ঐ দিন থেকে তিনি প্রত্যহ চেরাগে ভালভাবে তেল ভর্তি করে চেরাগ জ্বালিয়ে ইহুদীর ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। যখন ইহুদী লোকটি ফিরে আসল তখন তার স্ত্রী এ ঘটনা শুনায়। ইহুদী বলল: যে ঘরে বায়েযিদের চেরাগ এসে গেছে সেখানে অন্ধকার কেন থাকবে! তার সকলে মুসলমান হয়ে যায়।

(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৭৩ পৃষ্ঠা। তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম অংশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১ সফরুর মুজাফ্ফর ১৪৩৪ হিজরী

15 - 12 - 2012

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
বোখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	নুযহাতুল ক্বারী	ফরিদ বুক স্টল, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	তাযকিরাতুল আউলিয়া	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	মিহাজুল আবেদীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মারাসিলে আবি দাউদ	আফগানিস্তান	ইহইয়াউল উলুম	দারুচ্ছাদির, বৈরুত
মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	দূররাতুন নাছেহীন	দারুল ফিকির, বৈরুত
শুয়াবুর ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	জুহারা নিরা	বাবুল মদীনা করাচী
হিলিয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
মজমুয়াজ জাওয়ায়েদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	মলফুজাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

আজ প্রচন্ড গরম!

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : "যখন প্রচন্ড গরম পড়ে, তখন বান্দা বলে থাকে: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه আজ প্রচন্ড গরম! **হে আল্লাহ্!** আমাকে **জাহান্নামের** গরম থেকে মুক্তি দাও। **আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম**কে ইরশাদ করেন: আমার বান্দা আমার নিকট তোমার গরম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে আর আমি তোমাকে সাক্ষী করছি, আমি তাকে তোমার গরম থেকে মুক্তি দিলাম। আর যখন তীব্র ঠান্ডা পড়ে তখন বান্দা বলে থাকে: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه আজে কতইনা তীব্র শীত! **হে আল্লাহ্!** আমাকে **জাহান্নামের** যামহারীর থেকে বাঁচাও। **আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম**কে ইরশাদ করেন: আমার বান্দা আমার নিকট তোমার যামহারীর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে আর আমি তোমার যামহারীর থেকে তাকে মুক্তি দিলাম।" **সাহাবায়ে কেরাম** عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করল: **জাহান্নামের** যামহারীর কি? ইরশাদ করলেন: "সেটি একটি গর্ত যাতে কাফিরদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তীব্র ঠান্ডায় তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।"

(আল বুদুরুস্‌সাফিরাতি লিস সুয়ূতি, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৯৫)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net